



আমাদের ছেলেরা পৃথিবীর সর্বোচ্চ শূণ্য এভারেস্টে উঠেছে। মেয়েরাও উঠেছে। যদিও আমি এই আশ্চর্যের উচ্চতায় ওঠার কথা এখানে বলতে চাইছি না—বলতে চাইছি ‘মেঘার উচ্চতায়’ ওঠার কথা। কারণ সাম্প্রতিক কিছু তথ্য আমাদের কিছু ‘হয় না-হবে না’ এমন ধারণার বাইরে নিয়ে গেছে। অতি সম্প্রতি আন্তর্জাতিক পবিত্র অলিম্পিয়াডে অর্থাৎ আইএমওতে প্রথমবারের মতো রৌশনাদক জিততেই বাংলাদেশ। এদিকে হিগ্‌স-বোসন কথা বা ‘সিঙ্ঘর কণার’ সম্ভাবন পাওয়ার বিষয়টি বাস্তব জগতের যেন আরও কৌতূহলী ও অস্বাভাবিক করে তুলেছে তাতে সন্দেহ নেই। কারণ হতেই বোসন কথা যার নামে তিনি একজন বাস্তব গণিতজ্ঞ।

যিনি ছিলেন আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকও। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পড়তেই তিনি অণু-পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক একটি গণিতের প্রম সংশোধন করেন। আলবার্ট আইনস্টাইন তখন পনের জার্মানিতে, বসু বিখ্যাত তার গোচরে আনলে তেজস্ক্রিয় অতি পারমাণবিক কথা বিস্ময়ক পানিতিক প্রমাণটি আইনস্টাইন শুধুভাবে সম্পূর্ণ হলেও বসু রায় দেন। এর নামও তিনি দেন যে-আইনস্টাইন কনভলুসেট। পরে নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি অতি পারমাণবিক তেজস্ক্রিয় কণার সম্ভাবন পাওয়া গেল, যার নাম হলো বোসন কথা। অণু-পদার্থ বিজ্ঞানীরা বলেন, এই বোসন কণার মহাবীড় প্রয়োজ্য মহাবিশ্ব সৃষ্টির আদিরহস্য। খ্রিষ্টাব্দ বিজ্ঞানী পিটার হিগ্‌স এইভাবেই যখন দিলেন তখনও তার সমস্ত জুড়ে অসিদ্ধ সত্যকে বোসনের নাম। হিগ্‌স-বোসন কথাই হলো সিঙ্ঘর কথা। সুইজারল্যান্ডের সার্ভে লার্জ হ্যাড্রন কলাইডারের গত জুন মাসে দুটি কণার সংঘর্ষ ঘটিয়ে প্রমাণ করা হলো হিগ্‌স-বোসন কণার অস্তিত্ব ‘প্রায় প্রমাণিত’। এখন সামনে চলার পালা অর্থাৎ জানা যাবে মহাবিস্ফোরণের রহস্য! কীভাবে রহস্য এবং আবিষ্কার!

এ পর্যন্ত সংবাদ এখন সাবই জার্সন, তবে মাঝখানে আরও কিছু কাহিনী আছে, তা কল্পকাহিনী নয় বা নিকট গাল-পল্পও নয়। কিছুটা আশের কথা অবশ্য। নব্বইয়ের দশকের শুরু দিকে। ইউরোপ ও আমেরিকায় পদার্থ বিজ্ঞানীরা বোসন কথা নিয়ে প্রচণ্ড আগ্রহী হয়ে ওঠেন। কিন্তু তাদের সামনে দুটো সমস্যা ছিল। প্রথমত: গাণিতিকভাবে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণের উপায় বের করা এবং বিশাল ল্যাবরেটরির ব্যয় চাওয়া। প্রথম সমস্যার সমাধান অনেকটাই করেছিল অত্যন্তুপক কমপিউটার। কিন্তু হিট্রায়টিং এর জন্য বিজ্ঞানীদের দ্বারস্থ হতেই তারা রাজনীতিবিদদের কাছে—যারা বাজেট করেন—সব কিছুর ব্যয় চাট্টা। আর এটি এত বিশাল একটি ব্যয় আর যেরূপে যৌক্তিকতা ঠিকমতো তুলে ধরবে না পারলে রাজনীতিবিদরা মানাবেন কেন। তার ওপর ল্যাবরেটরিতে হতে হবে বাইশ

মাইল দীর্ঘ একটি টানেলকে নিয়ে আর তাতে স্থাপন করতে হবে বিশাল শক্তির একটি সংঘর্ষ ঘটানোর যন্ত্র। সংঘর্ষ কিসেরে খালি চোখে দেখা যায় না এমন ‘বস্তুর’ সূক্ষ্ম কথা-খোঁট। যন্ত্রটির মকশা যখন প্রথম করা হয়, তখন ওটাতে মনে হতেছিল অগ্ৰহণ রেলপথ তৈরির জন্য মাটি বোঁড়ার যন্ত্রের মতো। আর মাটি বোঁড়ার আসল যন্ত্রও সেখানে অবশ্যই ব্যবহার হয়েছিল। বাইশ মাইল লম্বা টানেল। কিন্তু ওটা শুধু

কত উচ্চতায় উঠতে পারি আমরা

আবীর হাসান

সুইজারল্যান্ডের সার্ভেই তৈরি হয়নি, ওটার অংশই তৈরি হয়েছিল অটলিন্টিকের পশ্চিম পারে—মার্কিন মূল্যে। সবাই ভেবেছিল ক্যালিফোর্নিয়ার লার্জ হ্যাড্রন কলাইডারেই অংশে প্রমাণিত হবে বোসন কণার অস্তিত্ব।

কিন্তু সত্যের বোসনের গাণিতিক সম্ভাবনা নিয়ে গবেষণা করে অনেকে সোবেল পুরস্কার পেলেও সত্যের বোস যেন সোবেল পেলেন পানি তেমনি এই বোসন কণার ভাণ্ডাও হোসনা বিভূষিত। হঠাৎ করেই ১৯৯৩ সালে মার্কিন সরকার সিদ্ধান্ত নিল ক্যালিফোর্নিয়ার লার্জ হ্যাড্রন কলাইডার বন্ধ করে দেয়ার। কারণ আর কিছু নয়—ভয়। একদল বিজ্ঞানী বোঝানো: দুটি অতি তেজস্ক্রিয় কণার সংঘর্ষে যদি সূর্যের তেজ উপর হয়, তাহলে পৃথিবী ধ্বংসও হতে পারে। বর্ণশাসীদলের হুমিয়ারী জিত্তে গেল, মার্কিন কলাইডার বন্ধ হলো। তবে ইউরোপের সার্ভেই কাজ চালিয়ে চলল।

কিন্তু সমস্যাও ছিল, কাজে কেমন দেবা গেল অনেক বিজ্ঞানী সরকার আর তাদের জন্য সরকার প্রচুর কমপিউটারের শক্তি। প্রথম অবস্থাতে যখন টল চেয়ার্যার বা মুক্ত বোসন কথা নিয়ে পরীক্ষা চালানো হয় তখন অর্ধ ১৯৯৩ সালে নাগাদ সার্ভেই বিজ্ঞানীর সংখ্যা ছিল ১১০০-এর ওপরে। আর এরা এক দেশীয় ছিলেন না। ভারতীয় এবং চীনা বিজ্ঞানীদের সংখ্যাও ছিল বিস্ময়কর। সময় বিতরণেও, বিজ্ঞানীর সংখ্যা আরও কিছু বেড়েছে। তবে আইসিটির শক্তি ও ক্ষমতা বিজ্ঞায় সার্ভেইর সাথে যুক্তি অনেক বিজ্ঞানী নিজের দেশে বসেই অনেক জরুরি কাজ করছেন—এখনও করছেন। সার্ভেইর কাজ যে সবসময় নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে তা নয়। মাঝেমাঝে কলাইডার বিলক হয়েছে, কখনও কমপিউটার সমস্যা দেবা দিয়েছে। তবে সাম্প্রতিক কমপিউটারগুলো মেবাবী নিয়ন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে বেশ ভালো পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। ওয়েব, সার্ভে ১১০০ বিজ্ঞানীর পাশাপাশি আরও গিয়ে ৩০০ আইসিটি এন্ড্রার্ট কাজ করেন এখন। ব্যয় হয় বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার, যা

জোয়া ইউরোপের বিভিন্ন দেশের জনশয়। বোসন কণার কাহিনীকে এ পর্যন্ত যেনে ‘উচ্চতায় ওঠা’র কথাই আসি। নিউসলফে সুভাসন বোস অতি উচ্চমাত্রায় উঠেছিলেন শুধু কী গণিতে? না সংস্কৃতি এবং রাজনীতিতেও! কিন্তু তারপর বাস্তবিক মেঘার কী হল? সবকিছুকে নেতিবাচক হিসেবে না দেখতে চাইলেও বাস্তবিকতা অনুমান করতে হলে—গণিত এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পড়াশোনা করতে হবে, তাতে মেঘার বিশেষ এখানে এখন আর ততটা হয় না।

তাহলে দেশে সমস্যার কথাটা আমবা আইসিটি নিয়েই কথা বলি, কারণ এ দুটিই আইসিটির অনেকেই বলেছেন ডিজিটাল যুগের পেশার কথা। আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্রমাগত নতুন নতুন পেশার উদ্ভব

হতে। আবার অনেক নতুন পেশা এসে পুরনো পেশাকে সরিয়েও দিয়েছে। যেমন আফগানের টাইপিষ্ট নামের পেশাটাই এখন আর নেই। নতুন পেশার মধ্যে বলা যায় অনেকগুলোর কথা—হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং, সফটওয়্যার রাইটিং, ডাটা অ্যানালিস্ট, ওয়েব ডেভেলপ, কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, মোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং হচ্ছে বড় কাগের পেশা। এগুলোর সাথে জড়িয়ে উদ্ভব ঘটেছে আরো নানা ধরনের মাঝারি ও ছোটখাটো পেশা। এক পর্যায়েই তো কত কিছু হচ্ছে। বহুমাণিক ব্যবহার পেশার বিস্তার এবং নতুনত্ব নিয়ে এসেছে। এ ক্ষেত্রে যেকোনো রচনা বা প্রজ্ঞানায় আমরা যেমন উদাহরণ তুলে ধরি সেগুলোর বেশিরভাগই নির্দেশ। বেশি কিছু কিছু সাময়িক বৈশিষ্ট্যের সম্ভব সম্ভবত গণমাধ্যমে তুলে ধরতে পারলেও বুধের পরিসরে সব ক্ষেত্রেই ডিজিটালাইজেশন হচ্ছে। পেশার কালক্রমে উপযুক্ত লোকজন পাওয়া যাচ্ছে, এমন কথা জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। বিশেষত উচ্চতর পর্যায় বসে বসে আমাদের সার্থক কিছু নেই। মূল সমস্যার সমাধান যে সাধিকভাবে হচ্ছে না।

এ দেশে আইসিটি নিয়ে পলিদি দেভলেস কথা বলতে গেলেই যে সমস্যাগুলো নিয়ে মুগ্ধত আলোচনা হবে, সেগুলো হলো—০১. কম সায়ে কমপিউটার, ০২. ব্যাণ্ডউইডথ, ০৩. তৃণমূল পর্যায় কমপিউটার ও ইন্টারনেট পৌঁছানো, ০৪. ডিওমাউট এবং ০৫. স্ট্রিক্ট সার্ভিস। অর্থাৎ পঁচাত্তি প্রথম অধঃধারিতভাবে আমাদের আবেগতাত্ত্বিক করে বিশেষত তৃণমূল পর্যায় কমপিউটার আর ইন্টারনেট সেবা পৌঁছানো যেন অনেকটাই পরমাণের সমাধক হয়ে উঠেছে।

আইসিটিতে যে উচ্চতর একটি পর্যায় আছে এবং সেই পর্যায় গণিত সম্পর্কিত এবং সাইবায়নেটিক সম্পর্কিত জ্ঞানভিত্তি প্রয়োজনীয়তা আছে, তা ফলে আমরা বিশ্বস্তই হই। জড়িবা পালকি এবং হাইটোটে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে প্রতিকর সিএসই হইই ইন্ডাস্ট্রি ডিভিশনের যে গ্র্যাডুয়েটরা বেরিয়ে তাদেরকে কী কাজে লাগানো হবে। যে



শেখাভাষা প্রচলিত বা সাধারণ হলেই প্রথায় পরিচিত হয়েছে সেগুলোকে কিছু অর্থেই মনে যাবে, কিন্তু তাদের সংখ্যার বিপরীতে একটা মূল্য অনুপাতিক সংখ্যা আছে, যেটা কোনো বছর ২ শতাংশ, কোনো বছর ৫ শতাংশ হতে যায় থাকবেকো কোনো জাতিগত পেনেং? এ ছাড়া গণিতের দ্রুতকনের জন্যই বা কী সুযোগ আছে?

আর একটা প্রাসঙ্গিক কাহিনী বলি। না এটাও কল্পকাহিনী নয়-২০০৯ সালের কথা। সে বছরের মাঝামাঝি সিঙ্গাপুরে একটি গণিত অলিম্পিয়াড হয়েছিল অনুর্বর-১৫'র। সেখানে মার্কিন ছাত্রছাত্রীরা পেয়েছিল ৩১তম স্থান। নতুনতরুে বংশোদ্ভূত মার্কিন প্রশাসন। প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা যখন বিষয়টি নিয়ে গল্পলেন-জানতে চাইলেন শিক্ষকদের কীভাবে নিয়োজনায়, প্রশিক্ষণ আর দক্ষতা যাচাই হয়। দেখা গেল প্রায় সব অক্সফোর্ডের ফুলই শিক্ষকদের ৯৯ শতাংশেরই বছর শেষে সন্তোষজনক বলে সনদ নিচ্ছে রাজ্যগুলোর শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ওবামা ও শিক্ষামন্ত্রী আরনে ডানকান মার্কিন শিক্ষকদের বৃহত্তম সমিতি এনইএ তথা ন্যাশনাল এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশনকে বললেন-বেশিরভাগ সিনিয়র শিক্ষককে দক্ষ ও ভালো বলে আমরা জরি, কিন্তু আমাদের সন্তানদেরকে আমরা সুকির মধ্যে ফেলতে পারি না। শুধু তাই নয়, এখন পুরো শিক্ষাব্যবস্থাইটি ছিলোলা নীতিগত অন্য সুকির মধ্যে পড়ে গেছে।

তোলাপাড় শুরু হলো যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে, শিক্ষকদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ হলো কিছু। পছন্দও হলো, দেখা গেল শিক্ষক প্রশিক্ষণ সন্তোষভে গলম আছে, যার ফলে মাত্র ৩০ শতাংশ শিক্ষক নতুন পদ্ধতি অব্যবহা করতে পারেন। আরও দেখা গেল কলেজ গ্র্যাডুয়েটদের মাত্র ২৩ শতাংশ আরে শিক্ষকতা পেশায়। এসব সমস্যা সামনে রেখে ওই বছরে চালু করা হলো 'নিউ টিচার প্রোগ্রাম'। সংস্কার শুরু হলো। অন্য হলো এলিমেন্টারি স্কুল সেকেন্ডারি এডুকেশনের বিস। ট্রিপলিকার্মারও সর্ফন নিল এছে, ফলে প্রেসিডেন্ট ওবামা আর ডানকানের প্রচেষ্টা শুধু 'শিক্ষিত' নয়, জ্ঞানী শিক্ষকদের খোঁজাটা যাচাইই প্রথা চালু হলো। তখনমূল পর্যায় পর্যন্ত ভালো শিক্ষকদের পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা সেয়া হলো, মন্দনের ছাঁটাই করার ব্যবস্থা করা হলো। এসব কাজ শেষ হয়েছিল ছয় মাসেরও কম সময়। বিশিগারদের একটি গণিত প্রতিযোগিতার সূত্র ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা সংস্কারের এই বিপর্যিত ফেলোনা দেশের জন্যই উদাহরণ হয়ে উঠতে পারে। আসলে নতুন প্রজন্মের কাছ থেকে 'উচ্চতর ওঠার' আশা করলেই হয় না, উচ্চতর ওঠারের জন্য সর্বিক একটা চেষ্টাও লাগে। চেষ্টা যে এ চেষ্টা একেবারে সেই তা বলা যাবে না, তবে দেশের সর্ব কলেন আশানুরূপ হয় না সেটাই ধ্রু। অর্থাৎ তো বেশ ভালোই যায় হয়-অন্তত আমাদের সম্বন্ধিত নিরিখে।

আমরা যে রাষ্ট্রায়তন-সামাজিকভাবে কী চাই এবং আশাচিহ্না কী সেটা অর্নির্ধারিতই হয়ে গেছে এখন পর্যন্ত। আমরা চালাওভাবে

বলি-ভবিষ্যৎ প্রজন্ম থাকবে জ্ঞানভিত্তিক সমাজে। কিন্তু জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়বে কারা? নীতিগতভাবেই আমরা খোঁজার বিষয়টাকে এড়িয়ে যাই। আমাদের প্রধান বৈকটাই কৃষিক্ষেত্র দিকে এবং বাণিজ্যিক ময়দান ওঠানের দিকে। কখনও কখনও শিক্ষার মারামিক-উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত নিয়ে চেকে যায়। শিক্ষার কমপিউটার খেলা-বন্ধ আর গেমিংয়ে অভ্যস্ত হলে আমরা পুঙ্কিত হয়। কিশোর-কিশোরীরা ফেসবুক ব্যবহার করতে পারলেই-ইন্টারনেট স্মার্ট ফোন বসি। মনে করি ই-পিটারেলি ভালোই বাউছে।

আসলে আমাদের সামনে বোধহয় কোনো সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড নেই। জ্ঞানের পরমটা কতদূর

...এ দেশে আইসিটি নিয়ে পলিসি লেভেলে কথা বলতে গেলেই যে সমস্যাগুলো নিয়ে মূলত আলোচনা হয়, সেগুলো হলো-০১. কম দামে কমপিউটার, ০২. ব্যান্ডউইডথ, ০৩. তৃণমূল পর্যায়ের কমপিউটার ও ইন্টারনেট সৌচ্ছানো, ০৪. ভিওআইপি এবং ০৫. ডিজি সার্ভিস। অর্থাৎ পাঁচটি প্রসঙ্গ অবগদচিতভাবে আমাদের আশেপাশে তড়িত করে বিশেষত তৃণমূল পর্যায়ের কমপিউটার আর ইন্টারনেট সেবা সৌচ্ছানো যেন অনেকটাই পরমাত্রার সমার্থক হয়ে উঠেছে...

বা কত উচ্চতার সে সম্পর্কে নগ্ন মণ্ডের কর্তনের সমাজ ছাড়া নেই। সে জন্যই এখন পর্যন্ত গণিত-মেথারীনের নিয়ে যা কিছু হয় সবই বেসরকারিভাবেই, রষ্ট্র এলবের পৃষ্ঠপোষকতায় ধার অনুভব প্রায় করেই না।

সামনে কোনো রোল মডেল থাকলেও তার সমাক গুরুত্ব উপলব্ধি করতে কষ্ট হয়। এর প্রথম পাওয়া যায় জার্মান সংসদে শিক্ষামন্ত্রী এরকমি বক্তব্যে। হিগ্ল-বোলন কলার সঙ্কলন পাওয়ার ধরন মেদিন পাওয়া গেল তার কদিন পর সংসদে বাজেট অধিবেশনের শেষ দিকে প্রস্তোত্র পঠিত অংশ নিচ্ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী মুকুল ইলসাম নির্ধে। তিনি এ দেশের শিক্ষার ঐতিহ্যের উদাহরণ দিতে গিয়ে 'সিম্বর কলার' কথা বললেন ট্রাইবি, কিন্তু কয়েকবার চেষ্টা করলে সন্তোষজনক বসুর নামটি মনে আনতে পারলেন না-উচ্চারণও করতে পারলেন না।

দুখজনক উদাহরণ হিসেবে এ ধরনের ঘটনাকে ভোলা বা উপেক্ষা করা যাবে না, তবে স্ত্র্যাক্রমিক করেই রাখতে হবে। কারণ সৃষ্টি রাখতে হবে সামনের দিকে। অস্তিত্বের ঐতিহ্যের ওপরই বর্তমানের চলিচ্ছিতা আর ভবিষ্যতের স্বপ্ন লোহার বিষয়গুলো নির্ভরশীল। সবচেয়ে খারাপ খোঁজ মেথারীনের কর্মকণ্ডের বিষয়ে রষ্ট্রীয় নীরবতায়। এই যে অপ্রজ্ঞিতার মন্ত্রম রৌপ্যদানক অর্জন করার অলিম্পিয়ারের ছেলেরা-এদেরকে সরকার কটটা সহায়তা

করবে কিংবা মূল্যায়নই কতটা একেবে। আর এটাই তো প্রশ্ন নয়। এর আগেও একবিধকার বাংলাদেশের ছেলেদেরেরা আশাতীত ভালো ফল করেছে, কিন্তু রাষ্ট্রের কেখাও কিছু নড়েনি। ত্রিকেরীদের উৎসাহ দেয়ার পাশাপাশি এই মেথারীনের উৎসাহ দেয়াটা জরুরি। জরুরি পুরস্কার প্রদানও।

তবে আগে কিছু হয়নি বলে এখন তা ভবিষ্যতে কিছু হলে না, করা যাবে না-এমন তো কথা নেই। এখন কিন্তু আমাদের জানা হয়ে গেছে আমাদের পক্ষে উন্নয়িতা কী। এ খোঁজটি হিগ্ল-বোলন কলার প্রসঙ্গ দিয়ে শুরু করার কারণও এটাই। আমাদেরকে সম্মিগিতভাবেই

চেষ্টা করতে হবে সত্যেন বসু ধরনের জ্ঞান অর্জনের। সদ্ভাবনাময় মেথারীদের বিকল্পিত করতে হবে। আর তা কতটা জ্ঞানভিত্তিকই করতে হবে। এই উচ্চতর বসু ময়োর জ্ঞানের উচ্চতা যে এডারেক্টের চেয়ে অনেক বেশি তা কী আমরা বুঝতে পারাই? সত্যি যদি 'সিম্বর কলার'কে কাজে লাগানো সম্ভব হয় তাহলে মানবস্বতাই নেবে নতুন মোড়। আমাদের মনুকে নিতে উচ্চস্কে আমারা আরও গুণায়িত করতে পরি যদি আমাদের নতুন প্রজন্মের গণিতবিদরা তাদের বিকশিত মেধা নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে পারে। এটা হতে পারে এবং অশশাই হতে পারে। এটা এ মুহুরে কর্ম ও জ্ঞানের হাতিয়ার আইসিটিকে আমরা যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পরি। এ জন্য প-পা আভ পে-, গেমিং আর ফেসবুকের উল-লতার বাইরে সর্ভিকারের জ্ঞানচর্চায় পুর্ণোৎসাহকতা নিতে হবে রাষ্ট্রকে। গণিতভিত্তিক জ্ঞানই এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন এ দেশের।

হিগ্ল-বোলন কলার সফল্য আমাদেরকে আইসিটি ব্যবহারের নতুন পথের সন্ধান নিচ্ছে। একটা কথা মনে রাখা দরকার স্মৃত ও নির্ভুল গণিতিক সমাধানের উপায় বাতলাচ্ছে আইসিটি। এর আগেও আমরা দেখেই হিউমান জেনম প্রজেক্টে জিনসিকোয়েন্সি সম্ভব করেছিল আইসিটিই। সামনে আরও কাজ আছে। ভাল ম্যাটার নিয়ে ব্যবস্থা শুরু হবে সর্ফে। চর্চক মনোমেট্রিকোলজি নিয়ে গবেষণাও। রোবটিক্সকেও বাদ রাখা যাবে না তালিকা থেকে। কাজেই উচ্চতর গণিতিক জ্ঞান অর্জন ও চর্চায় আইসিটি ব্যবহারের একটা নতুন পরিবেশ দেশে সৃষ্টি করা খুবই জরুরি। তৃণমূল পর্যায়ে যা করা হচ্ছে তা চলুক। পাশাপাশি 'গণিতের জন্য বিশেষ উচ্চতর কার্ডিগলি গড়ে তোলা হোক, গণিত ও আইসিটিতে গ্র্যাডুয়েটদের মধ্য থেকে মেথারীদের বেছে নিতে গবেষণার সূত্রায় দেয়া হোক। নতুন দুগের উপযোগী শিক্ষক তৈরির জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ ইন্টারসিটিও এখন খুবই জরুরি হয়ে উঠেছে। এখনই হয়ত আমরা এডারেক্টসময় অউতিক্তর উঠতে পারব না। তবে বেশ ক্যাম্প তৈরি করে মোয়ার মতো সফলতা যে আছে তা নিশ্চিত করেই বলতে পরি।

ফিতব্যাক : abir59@gmail.com